বেঁচে থাকার লড়াই

কৌশিক সাহু

গ্রামটা বাংলাদেশের বরিশালের কলসকাঠি। প্রাকৃতিক সৌন্দয হয়তো বাংলাদেশের বহুস্থানে ছিল, কিন্তু কলসকাঠি ছিল সেদিক থেকে অন্য রকম। এই গ্রামের প্রান কেন্দ্র ছিল এর বাজার । স্থানীয় মানুষ একে বন্দর বলতো। বাংলাদেশ এমনিতেই নদী পরিবেষ্টিত, এই গ্রামও তাই এর অন্যথা ছিল না। কলসকাঠি বাজারের কাছে ছিল নদীর ঘাট যেখান থেকে এলাকার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস আমদানি ও রফতানি হত। এই গ্রামের মাঝ বরাবর একটা খাল ছিল। সবথেকে বিশ্ময়কর ছিল এই খালের ধারে বসবাসকারি মানুষজন কয়েক কিমি বিস্তৃত এই খালের এমন ভাবে থাকত যে বিভিন্ন্ জীবিকা ও পেশার মানুষ এক জায়গায় বাংলাদেশের আর কোথাও খুব কমই দেখতে পাওয়া যেত্ কামার কুমোর স্বর্নকার আরও কত কি। এই গ্রামেই নগেন্দ্রনাথ কর্মকার ও তার পরিবার বসবাস করত। ভালই কাটছিল তাদের, টাটকা শাক, সব্জি, জ্যান্ত মাছ, ঘি, মাখন কোনটার অভাব ছিল না। তবে একটা কথা এখনও বলা হয়নি, তাহল এই গ্রামে এক জমিদারের বসবাসও ছিল। সেখানে পূজা উপলক্ষ্যে কলকাতার বিভিন্ন যাত্রাদল অনুষ্ঠান আয়োজিত হত। যাই হোক এই সব বিষয় নিয়ে তাদের ও নগেন্দ্রনাথ এবং তার স্ত্রী-পুত্রদের সময় ভালই কেটে যাচ্ছিল। সেই সময়ে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন চলছিল বাংলাদেশে।

নগেন্দ্রনাথের বড়ছেলে নীলমাধব বি এ পাশ করে কলকাতায় এলেন। আর মেজ ছেলে অরুন কলসগাছিতে বি এম একাডেমিতে দশম শ্রেনীতে পাঠরত ছিল। এ অবস্থায় ধীরে ধীরে গন্ডোগোল শুরু হল। কারন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে পূর্বপাকিস্তানের (বাংলাদেশে) মুক্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধ ও কিছু স্বার্থানেষী মানুষের দেশে থেকেও দেশবাসীর ধন, সম্পদ ও প্রান লুন্ঠনের কুমতলব।

তখন ১৯৭১ সাল, ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের বোমা বর্ষন শুরু হয়েছে। প্রান ভয়ে বাসিন্দারা শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে আত্মীয়দের বাড়িতে থাকা শুরু করেছেন। সেই মতো নগেন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি অর্থাৎ অরুনের পিসি, পিসেমশাই ও পিসতুত দাদা কলসকাঠিতে তাদের বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেছে। এই সময়ে রেডিও চালানো নিষিদ্ধ ও দেশদ্রোহিতার কাজ ছিল। তবুও মাঝে মাঝে লুকিয়ে রেডিও চালানো ও শোনা হতো । বলে রাখি সেই সময়ে রেডিও কেবল অতি ধনী ব্যাক্তিদের বাড়িতেই থাকত। রেডিওতে ভারতবর্ষের রেডিও স্টেশনে খবরে শোনা যেতে লাগল যে পশ্চিম পাকিস্তান আকাশপথ ছেড়ে স্থলপথে বিভিন্ন প্রদেশে, গ্রামে ও রাজ্যে আক্রমন করছে ও নিরীহ বাসিন্দাদের খুন ও ধর্ষন করছে।

এসব শুনে মানুষ এত ভীত হয়ে পড়লো যে, রাত্রিবেলা ঘরের মধ্যে ও দিনের বেলা বাগানে, ঝোপ ঝাড়ে ও জঙ্গলের মধ্যে থাকা শুরু করল। তখন মাঝে মাঝেই গুজব শোনা যেত ঐ পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারি আসছে। এই ভাবে গুজবের মিলিটারি আসে কিন্তু সশরীরে নয়। দিন কেটে যায়, মানুষ আসায় বুক বাঁধে, ভাবে গ্রাম ভীষনভাবে নদী নালায় ঘেরা ও প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষই হিন্দু, এই অঞ্চলে আক্রমন করা মুশকিল ও ঘর শত্রু ভীষনভাবে কম।

এই রকম অবস্থায় একদিন অরুন ও তার পিসতুত দাদা বাড়ীর কাছেই রাস্তায় দাড়িয়ে আছে রাস্তাটা অনেকটা ইংরাজী অক্ষরের মতন, এমন সময়ে সামনের দিক থেকে একটা ছেলে উর্ধশ্বাসে ছুটে আসছিল আর বলছিল মিলিটারি আসছে মিলিটারি আসছে। এক মিনিটক্ষনের মধ্যে অরুন মিলিটারি বুটেরক শব্দ শুনতে পেল এবং তদের দেখতেও পেল। তার মনে হল এক ঝাঁক হায়না তোদের ঘিরে ধরে আক্রমন করতে চলেছে। এই দেখে অরুন তার দাদার দিকে তাকিয়ে দেখল। আশ্চর্য সে তার দাদাকে কোথাও পেল না। প্রানের ভয়ে সে তখন রাস্তা ঘাট ভুলে মাঠ ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটতে থাকলো। ছুটতে ছুটতে সে তাদের বাজারে এসে পড়ল এবং দেখল সেখানে চারিদিকে শ্মশানের নিস্ত তা বিরাজ করছে। ভয় পেয়ে সে লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল। ঈঁদুর যেমন ভয় পেয়ে জল ভর্তি গর্তে ঢুকে পড়ে সরকম সেও লুকোতে গিয়েও পিপড়ে ভর্তি সরিষা বাগানের মধ্যে শুয়ে পড়লো।

এভাবে সে কতক্ষন শুয়ে ছিল তার খেয়াল থাকে না , হঠাৎ বিভৎস আর্ত চিৎকারে তার হুঁশ ফিরল। সে দেখল তারই বয়সের একটি ছেলে চিৎকার করতে করতে

ছুটছে এবং তার পিছনে অনেক মিলিটারি। আবার বেশ কিছুক্ষন চুপচাপ এবং আবারও ওই একই চিৎকার, তবে এবার সে একের পর এক অনেক গুলি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল । দাঁতে দাঁত চেপে সে চুপচাপ শুয়ে থাকলো। এমন করে ও কতক্ষন ছিল তা ওর জানা ছিল না, সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার পরে সে সরষের বাগান থেকে বেরলো। শান্ত গ্রামে তখন মৃত্যুর শীতলতা, কোথাও কোন শব্দের রেশ মাত্র নেই।

অরুন দশ মিনিটের পথ যেন যুগ যুগান্তর ধরে হেঁটে বাড়ির সামনে এসে পৌঁছালো। শুনতে পেল মা পিসিদের বুক ভাঙ্গা কান্না। শুনে তার বুক কেঁপে উঠল আশঙ্কায়।

বাড়ির কাছে ঝোপের কাছে গিয়ে তার আশঙ্কা যেন সত্যি হল। তার পিসতুতো দাদার নিথর দেহটা পড়ে আছে। আগেই বলেটি মিলিটারির ভয়ে বাসিন্দাদের বেলা ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে থাকতো।

মিলিটারি দেখে যখন পিসতুত দাদা ঝোপের দিকে লুকোতে যাচ্ছিলো তখনি তাকে পাকিস্তানি মিলিটারি কাপুরুষের মতন পিছন থেকে গুলি করে মারে এবং নিরপরাধী বাবা, পিসেমশাইকে তুলে নিয়ে যায়। সেই পনেরো বছরের কিশোর যেন এক মুহুর্তে বাড়ির অভিভাবক ও প্রধান পুরুষ হয়ে উঠল। মা ও পিসির অনুরোধে সে তার ছোটভাইকে নিয়ে বাবা ও পিসেশাইকে খুঁজতে বার হল। যাবার সময়ে শুনতে পেল যে বন্দিদের খালের ধারে (বাজারের কাছাকাছি) কোথাও নিয়ে গেছে।

রাত্রি তখন সাড়ে সাতটা। ঘুটঘুটে আন্ধকারে লন্ঠন নিয়ে কিছু গ্রামবাসীদের সাহায্যে তারা সবাইকে খুঁজতে বেরলো। তারা অনেক খোঁজার পরেও কোন জীবিত বা মৃত কাউকে দেখতে পেল না তবে জমাট বাঁধা রক্তের দাগ তারা দেখতে পেয়ে ছিল। সেই মতন তারা বাড়িতে এসে সকলকে জানালো এবং আশার একটি ছোট্ট আলো তাদের মনে জলে উঠেছিল। মা ও পিসি মনে করেছিল যে নিশ্চই বন্দিরা একদিন হয়ত বাড়িতে ফিরবে। কিন্তু দ এক দিনের মধ্যেই পরিস্কার হয়ে গেল ওই পিশাচেরা প্রতিটা পুরুষ বন্দিকে লাইনে দাঁড়করিয়ে তাদের পুরুষাঙ্গ পরীক্ষা করে হিন্দুদের চিহ্নিতকরে গুলিকরে মরেছে এবং মুশলিমদের ছেড়ে দিয়েছে। এতে তারা জাতিগত ভেদাভেদকে উগ্ররূপ দান করতে সমর্থ হয়েছিল। একই গ্রামে পাশাপাশি থাকা ভাইদের মতন হিন্দু ও মুশলমানরা একে অপরের শত্রু হতে আর করে ছিল। কিছু উগ্র মুশলিম সন্ত্রাসবাদীরা পাকিস্তানী মিলিটারীদের হিন্দুবাড়ি চিনিয়ে দিত এবং তার তাদের তান্ডব লীলা চালাতো। তবে সবাই কিন্তু খারাপ ছিলনা , এদের মধ্যে কেউ কেউ আক্রান্ত হিন্দুদের যথাস ব খাদ্য ও সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

হত্যালীলার পরে গ্রাম প্রায় পুরুষ শুন্য হয়েগিয়েছিল। সেই সুযোগে লুটপাট শুরু করলো কিছু সুযোগ সন্ধানি লোকেরা। এরা দোকান ভেঙ্গে যে যার মতন জিনিস নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। বাড়িতে যখন অরুন ফিরে এল দেখল বাড়ি বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই, সবকিছুই তীর লুটপাট হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারলো গত দুই দিনেই তার কিশোর অবস্থার শেষ হয়ে গেছে, সে এখন যুবক। কিশোর যুবক অরুন সেই দিনই সিদ্ধান্ত নিল যে আর নয় সন্মান নিয়ে বাঁচতে গেলে এখানে আর থাকা যাবে না । যে ভাবে হোক ভারতবর্ষে চলে যেতেই হবে। আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে পাঁচদিন হেঁটে সে উপস্থিত হল বনগা সিমান্তে। শুর হল জীবন সংগ্রাম। বেঁচে থাকার লড়াই।

আজ অরুন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাই, সে আজও সেই দিনের কথা ভেবে ভয়ে শিহরে ওঠে। সে আজও আতঙ্কিত কারন সে জানে সব মানুষের মধ্যেই এক পশুর বসবাস রয়েছে। শাসনব্যবস্থা কড়া না থাকলে বা এক পেশে তোষন চললে যে কোন শ্রেনীর মানুষ উগ্র হয়ে উঠতে পারে, আর যদি তার আগে থেকেই উগ্র স্বভাবের হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সুতরাং কখনো যদি এই রকম অবস্থা দেখেন সাথে সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। এই ব্যবস্থা মানুষের বিবেচনা অনুযায়ী হবে।

(সমাপ্ত)